কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

রেজিঃ নং-ডি এ ১৩ ❑ বর্ষ ঃ ৪৭ ❑ জুলাই-আগস্ট ❑ ২০১৪ খ্রি. ❑ ১৭ আষাঢ়-১৬ ভাদ্র ❑ ১৪২১ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

প্রধান উপদেষ্টা

মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসি

চেয়ারম্যান, বিএডিসি

উপদেষ্টা মণ্ডলী

মোঃ মোফাজ্জল হোসেন এনডিসি

সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা)

মোঃ আতাহার আলী

সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ)

মোঃ মাহফুজুল হক

সদস্য পরিচালক (অর্থ)

সম্পাদক

মোঃ তোফায়েল আহমদ

ই-মেইল : tofayeldu@yahoo.com

ফটোগ্রাফি

মোঃ আব্দুল মাজেদ

ক্যামেরাম্যান

প্রকাশক

তাহমিনা বেগম

জনসংযোগ কর্মকর্তা

৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা

ঢাকা-১০০০

মুদ্রণে

প্রিন্টোলাইন

৫১, নয়াপল্টন, ঢাকা ১০০০,

ফোন: ৮৩২২২২১

সম্পাদকীয়

জাতীয় শোক দিবস

১৫ আগষ্ট, ২০১৪ জাতীয় শোক দিবস। বাঙালী জাতির জন্য শোকাবহ দিন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৩৯ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী। এ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর পক্ষ থেকে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী শোকাহত চিত্তে মহান স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার পরিবারের শহীদ সদস্যদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছে। জাতীয় শোক দিবসে পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে সেদিনের সকল শহীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করা হয়েছে। আমাদের জাতিয় ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর অবদান অপরিসীম। তারই নেতৃত্বে বাঙালী জাতি অর্জন করে বহু কাঙ্খিত স্বাধীনতা। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে '৭০ এর সাধারণ নির্বাচনসহ এ দেশের গণমানুষের আশা-আকাঙ্খা পূরণে প্রতিটি আন্দোলন ও সংগ্রামে তিনি এই জাতিকে নেতৃত্ব দেন। এ দেশ ও জনগণ যত দিন থাকবে জাতির পিতার নাম এদেশের লাখো কোটি বাঙালীর অন্তরে চির ভাস্বর হয়ে থাকবে। জাতির পিতা কৃষি সমৃদ্ধ সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। আমাদের দায়িত্ব হবে দেশকে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করে জাতির পিতার সেই স্বপ্ন পূরণ করা। তাহলেই তার আত্মা শান্তি পাবে এবং আমরা মহান নেতার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে পারব। জাতীয় শোক দিবসে আসুন আমরা জাতির পিতাকে হারানোর শোকাকে শক্তিতে রূপান্তরিত করে সে শক্তিতে বলীয়ান হয়ে দেশ গঠনে আত্মনিয়োগ করি।

ভেতরের পাতায়.....

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৩৯তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত ০৩

রাশিয়া থেকে ১ লক্ষ ২০ হাজার মেঃ টন এমওপি সার আমদানি ০৪

ধান চাষ প্রযুক্তি যান্ত্রিকীকরণ বিষয়ে বিএডিসি ও গোল্ডেন বার্ন কিংডমের মধ্যে চুক্তি ০৫

নালিতাবাড়ী উপজেলার চেল্লাখালি নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদিত ০৯

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে ভূগর্ভ হয়ে লবণ পানির অনুপ্রবেশ ১০

এক নজরে আলু ও বীজ সংক্রান্ত তথ্যাদি ১২

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বিএডিসি'র ক্ষুদ্রসেচ কার্যক্রম ও ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে কাজের লক্ষ্যমাত্রা.... ১৩

আশ্বিন-কার্তিক মাসের কৃষি..... ১৬

যারা যোগায়
ক্ষুধার অন্ন
আমরা আছি
তাদের জন্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ৪৯-৫১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।

ফোন ঃ ৯৫৫২২৫৬, ৯৫৫২৩১৬, ইমেইল ঃ prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট ঃ www.badc. gov.bd

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৩৯তম শাহাদাৎবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৩৯তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় নৌ পরিবহন মন্ত্রী জনাব শাজাহান খান এমপি। পাশে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ এর বেসরকারি সদস্যদের বিল এবং বেসরকারি সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি'র মাননীয় সদস্য এ্যাডভোকেট সানজিদা খানম এমপি ও বিএডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও সিবিএ নেতৃবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে

গত ২৭ আগস্ট ২০১৪ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), কৃষি ভবন এর সম্মেলন কক্ষে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৩৯তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় নৌ পরিবহন মন্ত্রী জনাব শাজাহান খান এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ এর বেসরকারি সদস্যদের বিল এবং বেসরকারি সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি'র মাননীয় সদস্য এ্যাডভোকেট সানজিদা খানম এমপি এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কণ্ঠযোদ্ধা জনাব মোঃ আব্দুল জব্বার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ সিবিএ এর সভাপতি জনাব আব্দুল কুদ্দুস ফরাজী।

সিবিএ এর প্রচার সম্পাদনা জনাব মোঃ সামছুল হকের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসি। উপস্থিত ছিলেন সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ আতাহার আলী, সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ মোফজ্জল হোসেন এনডিসি, সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুল হক, সংস্থার সচিব জনাব মোঃ দেলওয়ার হোসেন সহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিবিএ সাধারণ সম্পাদক জনাব জান মোহাম্মদ। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মুক্তিযোদ্ধা সংসদ বিএডিসি প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট এর কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম, বিএডিসি কৃষিবিদ সমিতির সভাপতি জনাব মোঃ আজিজুল হক ও বিএডিসি প্রকৌশল সমিতির সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ খলিলুর রহমান।

অতিথিবৃন্দ বলেন, বঙ্গবন্ধু সব সময় একটি সুখী, সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতেন। এই স্বপ্নকে বাস্তবায়নের জন্য তিনি কৃষি খাতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি বিএডিসিকে সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে রূপ দিয়েছিলেন। বিএডিসি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিরলস পরিশ্রম ও সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে।

বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে জাতির জনকের গৌরবোজ্জল জীবনের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ তুলে ধরে তাঁর লক্ষ্য, আদর্শ ও কর্মসূচিকে সামনে এগিয়ে নেয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন সিবিএ সদস্য জনাব এস.এম.এ সাত্তার।

রাশিয়া থেকে ১ লক্ষ ২০ হাজার মেঃ টন এমওপি সার আমদানির চুক্তি

এমওপি সার আমদানির লক্ষ্যে রাশিয়ার সমঝোতা স্মারক ও চুক্তিপত্র স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে Federal State University Enterprise "Foreign Economic Corporation (Prodintorg)" *এর* General Director Potapov Mikhail Potrovich, *কৃষি সচিব ড. এস এম নাজমুল ইসলাম, বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসি, কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব পুলক রঞ্জন সাহা ও বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন এনডিসি কে দেখা যাচ্ছে*

বাংলাদেশে এমওপি সারের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে রাশিয়া থেকে বিএডিসি ১ লক্ষ ২০ হাজার মেঃ টন এমওপি সার আমদানি করতে যাচ্ছে। বিএডিসি'র পক্ষে সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসি ও Federal State University Enterprise "Foreign Economic Corporation (Prodintorg)" এর General Director Potapov Mikhail Potrovich এমওপি সার আমদানির লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক ও চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন।

চলতি অর্থ বছরে এমওপি সার আমদানির লক্ষ্যে বিএডিসি ও Federal StateUniversity Enterprise "Foreign Economic Corporation (Prodintorg) এর মধ্যে গত ১৪ আগস্ট ২০১৪ তারিখে সমঝোতা স্মারক ও চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশে এমওপি সারের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে একটি প্রতিনিধি দল গত ১১ আগস্ট থেকে ১৬ আগস্ট ২০১৪ পর্যন্ত রাশিয়া সফর করেন। প্রতিনিধি দলে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. এস এম নাজমুল ইসলাম, বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসি, কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব পুলক রঞ্জন সাহা ও বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন এনডিসি অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসি ও Federal State University Enterprise "Foreign Economic Corporation (Prodintorg)" *এর* General Director Potapov Mikhail Potrovich

গত দুই মাসে বিএডিসি'র ২,২৩,০০৯ মে.টন সার বরাদ্দ

বিএডিসি জুলাই-আগষ্ট/২০১৪ মোট ২,২৩,০০৯ মে.টন সার বরাদ্দ দিয়েছে। কৃষক পর্যায় বিতরণ করা হয়েছে ১,১৪,২৩৫ মে.টন সার। বরাদ্দকৃত সারের মধ্যে টিএসপি রয়েছে ৮১,৩৬৫ মে.টন, এমওপি ৮৬,৩৪১ মে.টন এবং ডিএপি ৫৬৮০৮ মে.টন। ২৮ আগস্ট, ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত মজুদ সারের পরিমাণ ১৮৭,৯৬০ মে.টন। সংস্থার সার ব্যবস্থাপনা বিভাগের থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন মোতাবেক এ তথ্য জানা গেছে।

ধান চাষ প্রযুক্তি যান্ত্রিকীকরণ বিষয়ে বিএডিসি ও গোল্ডেন বার্ন কিংডমের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

গত ৭ জুলাই বিএডিসি'র সভা কক্ষে " ধান চাষ প্রযুক্তি যান্ত্রিকীকরণ" বিষয়ে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ও গোল্ডেন বার্ন কিংডস প্রাইভেট লিমিটেডের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর পক্ষে সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসি ও গোল্ডেন বার্ন কিংডসের পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব শাহদাব আকবর সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

'ধান চাষ প্রযুক্তি যান্ত্রিকীকরণ' বিষয়ে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন বিএডিসি'র পক্ষে সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসি ও গোল্ডেন বার্ন কিংডমের পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব শাহাদাব আকবর

সমঝোতা স্মারক মোতাবেক GBK কর্তৃক বিএডিসি'র খামার বিভাগের বিভিন্ন খামারের জমিতে Automated Seedling Nursery স্থাপন, নার্সারীতে উচ্চমানসম্পন্ন ধানের চারা উৎপাদন, Rice Transplanter দ্বারা ধানের চারা রোপন এবং ফসল সংগ্রহকালিন সময়ে Combined Harvestor দ্বারা ফসল সংগ্রহের মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণে সহায়তা করার বিষয়টি রয়েছে।

২। সমঝোতা স্মারকে ২০১৪-১৫ উৎপাদন বর্ষে আমন মৌসুমে বিএডিসি'র মধুপুর ও দত্তনগরস্থ খামারসমূহে Automated Seedling Nursery প্রযুক্তি ব্যবহার করে ধানের চারা উৎপাদন, Rice Transplanter দ্বারা ধানের চারা রোপন এবং ফসল সংগ্রহকালীন সময়ে Combined Harvestor দ্বারা ফসল সংগ্রহের প্রস্তাবিত কর্মসূচি সফল বাস্তবায়নের পর উভয় পক্ষের সম্মতির ভিত্তিতে বোরো ও আউশ মৌসুমে উক্ত কর্মসূচি গ্রহণ এবং প্রযুক্তিটি সংস্থার অন্যান্য খামার এবং যৌথ উদ্যোগে চুক্তিবদ্ধ চাষী জোনে সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব রয়েছে।

৩। বর্ণিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিএডিসি কর্তৃক GBK (Part-2) কে নিম্নোক্ত সুযোগ সুবিধাদি প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে।

(ক) Seedling Nursery এর জন্য প্রয়োজনীয় জমি প্রদান ;

(খ) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চারা উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ বীজ সরবরাহ ; ও

(গ) GBK এর বিদেশী বিশেষজ্ঞ ও স্থানীয় কর্মকর্তাগণকে অতিথিশালা/ডর্মিটরীতে থাকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪। দাখিলকৃত Letter of Agreement (LoA) এ উপস্থাপিত প্রযুক্তি (Automated Seedling Nursery) তে উচ্চমানসম্পন্ন ধানের চারা উৎপাদন, Rice Transplanter দ্বারা চারা রোপন এবং ফসলসংগ্রহকালীন সময়ে Combined Harvestor দ্বারা ফসল সংগ্রহ একটি আধুনিক প্রযুক্তি। প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় এ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নিম্নোক্ত সুবিধাদি পাওয়া যাবেঃ

(ক) Automated Seedling Nursery তে চারা উৎপাদন প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় বীজ তলার জন্য স্বল্প পরিমাণ জমি ব্যবহৃত হয়। ফলে বীজতলার জমি সাশ্রয় হবে যা ফসল উৎপাদনে ব্যবহার করা যাবে ;

(খ) Automated Seedling Nursery তে নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরিবহার করে সুস্থ্য সবল চারা উৎপাদন করা সম্ভব হবে ;

(গ) Automated Seedling Nursery তে ট্রেতে উৎপাদিত ধানের চারা Rice Transplanter দ্বারা রোপণের মাধ্যমে রোপণজনিত আঘাত পরিহার করা সম্ভব হবে ; (ঘ) ফসল সংগ্রহকালীন সময়ে কম্বাইনড হারভেষ্টার দ্বারা দ্রুততার সাথে ফসল সংগ্রহ সম্ভব হবে ; ও (ঙ) যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ধানের চারা উৎপাদন, চারা রোপন ও ফসল সংগ্রহ করা যাবে বিধায় শ্রমিক সংকটকালীন সময়ে বীজ ফসল উৎপাদনে কোন বিরূপ প্রভাব পড়বেনা।

সর্বোপরি GBK ও বিএডিসি যৌথভাবে Automated Seedling Nursery তে ধানের চারা উৎপাদন, রোপণজনিত আঘাত পরিহার করে Transplanter দ্বারা ধানের চারা রোপন এবং হারভেষ্টার দ্বারা ফসল সংগ্রহ প্রযুক্তি হস্তান্তর ও কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রক্রিয়া সম্প্রসারণ ও ত্বরান্বিত করণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে যা দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি তথা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের আওতায় আধুনিক বীজ পরীক্ষাগারের নির্মাণ কার্যক্রম চলছে

কৃষিবিদ মুহাঃ আজহারুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক

ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ও সরকারের অর্থায়নে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে "মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প" এর আওতাধীন বিএডিসি অংগে ৭ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি আধুনিক বীজ পরীক্ষাগার, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ডরমেটরী ঢাকার মিরপুর এ নির্মাণ করা হচ্ছে। গত ২০ মার্চ, ২০১৪ তারিখ থেকে নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান 'বেটস কনসালটিং ফার্মস লিঃ', গুলশান-১, ঢাকা এর প্রকৌশলীদের নিবিড় তত্ত্বাবধানে এবং স্থানীয় কর্মকর্তাদের সহায়তায় যথাযথভাবে নির্মাণ কাজটি এগিয়ে চলছে।

সাততলা ফাউন্ডেশনের উপর চারতলা স্থাপনায় মোট আয়তন ১৯৮৪ বর্গ মিটার। বর্তমানে নির্মাণাধীন ভবনের সুবিধা সমূহ নিম্নরূপঃ

(ক) সীড টেস্টিং ল্যাবরেটরি ঃ

১ম তলা ঃ

নমুনা রেজিস্ট্রেশন রুম ঃ ১টি
নমুনা প্রস্তুত রুম ঃ ১টি
বীজ সেটিং রুম ঃ ১টি
জার্মিনেশন চেম্বার ঃ ৩টি

২য় তলা ঃ

গার্ড নমুনা রুম ঃ ২টি
পিউরিটি রুম ঃ ৬টি
লামিনার এয়ার ফো ঃ ১টি
গ্রোথ চেম্বার ঃ ১টি
টেট্রাজোলিয়াম টেস্ট রুম ঃ ১টি

(খ) প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঃ

৩য় তলা ঃ

ট্রেনিং রুম ঃ ১টি
কনফারেন্স রুম ঃ ১টি
লাইব্রেরি ঃ ১টি
কম্পিউটার রুম ঃ ১টি
রিডিং রুম ঃ ১টি

(গ)ডরমেটরী ঃ

৪র্থ তলা ঃ

এ কাজটি আগামী ২০১৫ সালের জুন মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ডরমেটরীতে ৩০জন প্রশিক্ষণার্থী অবস্থান করতে পারবে।।

ভবনের নকশা

বিএডিসি'র ডাল ও তৈল বীজের বিক্রয়মূল্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক ২৬ আগস্ট ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তক্রমে ২০১৩-১৪ বর্ষে উৎপাদিত বিভিন্ন ডাল ও তৈলবীজ ২০১৪-১৫ বর্ষে বিক্রির জন্য নিম্নোক্ত বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ঃ

ক্রমিক নং	বীজের নাম	নির্ধারিত বিক্রয় মূল্য (টাকা/কেজী)	
		ভিত্তি	মানঘোষিত
১.	মসুর	৯০.০০ (নব্বই)	৮৭.০০ (সাতাশি)
২.	মুগ	৮০.০০ (আশি)	৭৮.০০ (আটাত্তর)
৩.	ছোলা	৭৫.০০ (পঁচাত্তর)	৭৩.০০ (তিহাত্তর)
৪.	মাসকালাই	৭৬.০০ (ছিয়াত্তর)	৭৪.০০ (চুয়াত্তর)
৫.	খেসারী	৫২.০০ (বায়ান্ন)	৫০.০০ (পঞ্চাশ)
৬.	মটর	৬২.০০ (বাষাট্টি)	৬০.০০ (ষাট)
৭.	ফেলন	৬২.০০ (বাষাট্টি)	৬০.০০ (ষাট)
৮.	সরিষা-হলুদ (সম্পদ, বারি ১৪, বারি ১৫)	৭২.০০ (বাহাত্তর)	৭০.০০ (সত্তর)
	সরিষা- পিঙ্গল (টরি ৭, বারি ৯, বারি ১১, বিএডিসি ১ ও বিনা'র সকল জাত)	৭০.০০ (সত্তর)	৬৮.০০ (আটষট্টি)
৯.	চীনাবাদাম	৮০.০০ (আশি)	৭৮.০০ (আটাত্তর)
১০.	সয়াবীন	৬৫.০০ (পঁয়ষট্টি)	৬৩.০০ (তেষট্টি)
১১.	সূর্যমুখী	৬৫.০০ (পঁয়ষট্টি)	৬৩.০০ (তেষট্টি)
১২.	তিল	৬৫.০০ (পঁয়ষট্টি)	৬৩.০০ (তেষট্টি)

এক নজরে ক্ষুদ্রসেচ উইংয়ের ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রম

প্রকল্পের মাধ্যমে

কাজের বিবরণ	কাজের একক	বাস্তবায়িত কাজের পরিমান
খাল সংস্কার/পুনঃখনন	কিলোমিটার	৪১২.৩৭
ভূ-পরিস্থ পাঁকা সেচ নালা নির্মান	কিলোমিটার	৯০.১৬৬
ভূ-গর্ভস্থ বারিড পাইপ লাইন নির্মান	কিলোমিটার	৩৪৪.৩৫
বেড়ী বাঁধ নির্মাণ (সকল)	কিলোমিটার	১৫
গভীর নলকূপ পূনর্বাসন	সংখ্যা	১৭২
গভীর নলকূপ খনন/ স্থাপন	সংখ্যা	২১৪
শক্তিচালিত পাম্প স্থাপন	সংখ্যা	৩৪
সেচ অবকাঠামো নির্মাণ (সকল)	সংখ্যা	৭৬৬
সেচ যন্ত্র বৈদ্যুতিকরণ	সংখ্যা	৩৪৮
সাবমার্সডওয়ার নির্মান	সংখ্যা	২
স্মার্টকার্ড প্রি-পেইড মিটার স্থাপন	সংখ্যা	৬৬
ওভারহেড আরসিসি নালা নির্মান	মিটার	১৮৫
ফিতা পাইপ ক্রয় ও সরবরাহ	মিটার	৫০০০
প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	৭৭০৫

কর্মসূচির মাধ্যমে

কাজের বিবরণ	কাজের একক	বাস্তবায়িত কাজের পরিমান
খাল সংস্কার/পুনঃখনন	কিলোমিটার	৬৭৩.৮
সেচ নালা নির্মান	মিটার	৩২২৫০০
বেড়ী বাঁধ নির্মাণ (সকল)	কিলোমিটার	২৩.৫৪
গভীর নলকূপ স্থাপন	সংখ্যা	৭৫
সেচ অবকাঠামো নির্মাণ (সকল)	সংখ্যা	১১২২
সেচ যন্ত্র বৈদ্যুতিকরণ	সংখ্যা	২০৮
সেচ যন্ত্র সংগ্রহ	সেট	৩০০
পাম্প হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	৭৫
খনন ও কমিশন মালামাল ক্রয়	সংখ্যা	৪৯
রাবার হুজপাইপ সংগ্রহ	মিটার	৩৫০০০
পুকুর খনন	ঘঃমিঃ	৫০০০০
সেচকৃত এলাকা	হেক্টর	২৮৬৭৫
প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	৬৮৫
সেমিনার	সংখ্যা	২

গত অর্থ বছরে বিএডিসি'র কৃষক পর্যায়ে ১২৯৫৫০ মে: টন (প্রায়) বীজ বিতরণ

গত অর্থ বছরে বিএডিসি কৃষক পর্যায়ে ১২৯৫৫০ মে: টন (প্রায়) বীজ বিতরণ করেছে। গত অর্থবছরে (২০১৩-১৪) বিএডিসি কৃষক পর্যায়ে ১২৯৫৪৯.৭৮২ মে.টন বিভিন্ন ফসলের বীজ বিতরণ করেছে। উল্লেখ্য, সারাদেশে ২০টি অঞ্চলে সরাসরি এবং নিবন্ধিত বীজ ডিলারদের মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে এই বীজ বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বিএডিসি'র মাধ্যমে চাষী পর্যায় বিভিন্ন ফসলের বীজ বিতরণের পরিমাণ উল্লেখ করা হলো। আউশ বীজ ১৩৭৩.৫৪৩ মে.টন, আমন ১৮২৪৮.৮৮ মে.টন, বোরো ৫৭০৮৭.১ মে.টন, বোরো হাইব্রিড ১৬৬১ মে.টন, গম ২৪৯৯৬.৭১ মে.টন,ভূট্টা ২৫৫.৯৪৭ মে.টন, আলু বীজ ২১০৮৩.৫৯৩ মে.টন, ডাল বীজ ২০৩৬.০৭ মে.টন, তৈল বীজ ১৫৭৮.৭৮ মে.টন, পাট বীজ ১০১৩.২৫১ মে.টন, মসলা বীজ ৯১.৯২৭ মে.টন, যব ০.২৪৮ মে.টন, কাউন ০.৮৪ মে.টন ও চীনা ০.৫২২ মে. টন বিতরণ করা হয়েছে। সংস্থার মহাব্যবস্থাপক (বীজ) এর দপ্তর থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

ভাল বীজে ভাল ফসল

Innovation and Agriculture শীর্ষক সেমিনারে বিএডিসি'র অংশগ্রহণ

The High Commission of CANADA এর উদ্যোগে গত ২০ শে আগষ্ট ২০১৪ গুলশানস্থ Lakeshore Hotel এ Innovation and Agriculture শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে বিভিন্ন কৃষি সংক্রান্ত সরকারী প্রতিষ্ঠান যেমন, বিএআরসি, বিএআরআই, ডিএই, বিএডিসিসহ বেশ কিছু খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কোম্পানী অংশগ্রহণ করে। সেমিনারে কানাডিয়ান হাইকমিশন এবং কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল গ্রেইন্স ইন্সটিটিউট (Cigi) এর যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত "গম এবং ময়দার গুণগত মান নির্ণয় করার মৌলিক পরীক্ষা সমূহ" শীর্ষক বইটির মোড়ক উন্মোচন করা হয়। সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ এমপি। বিশেষ অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ রফিকুল হক। বিএডিসি থেকে উপস্থিত ছিলেন ড. মোঃ শাফায়েত হোসেন উপব্যবস্থাপক (বীপ্রস) এবং শাহানা আক্তার, উপপরিচালক (বীজ পরীক্ষাগার), ঢাকা।

পিরোজপুর-বাগেরহাট-গোপালগঞ্জ সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলছে

দেশের দক্ষিণাঞ্চলের তিন জেলার খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষকদের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে ২০৫ কোটি ৪২ লাখ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে পিরোজপুর-বাগেরহাট-গোপালগঞ্জ সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলছে।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এবং ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট যৌথভাবে এই তিন জেলার ২১টি উপজেলা নিয়ে গৃহীত এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানা গেছে।

সূত্রে জানা যায়, এ প্রকল্পটির কাজের সমন্বয়ের জন্য গঠন করা হয়েছে প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট এবং বিএডিসির অনুকূলে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১৩৯ কোটি ৬৭ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের তিন জেলার তিন উপ-পরিচালক ৩২ কোটি ২৯ লাখ ৩৯ হাজার টাকা ব্যয় করবে কৃষকদের আধুনিক প্রযুক্তির প্রশিক্ষণসহ বহুমুখী কর্মকাণ্ডে। এছাড়া কৃষি বিপণন ব্যবস্থার আধুনিকায়নে বরাদ্দ ৭ কোটি ৪৮ লাখ টাকা। কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৫ কোটি ৩৯ লাখ ৫১ হাজার টাকা। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট ১৩ কোটি ৬৫ লাখ ৬৭ হাজার টাকার বরাদ্দ দিয়ে ৩ জেলার ২১ উপজেলার প্রতিটি খেতের মাটি পরীক্ষা করবে আর বাংলাদেশে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উৎপাদন বৃদ্ধিতে ধানের জাত গবেষণা করে নির্ধারণের জন্য ৬ কোটি ৯১ লাখ ৯১ হাজার টাকা ব্যয় করবে।

প্রকল্প পরিচালক বিএডিসি এর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ মিজানুর রহমান জানান, প্রকল্পের কাজ ২০১৭ সালের জুন মাসের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে অর্ধশত কিলোমিটার মজা খাল পুনঃখনন করা হয়েছে। তিন জেলায় ২২ হাজার হেক্টর আবাদযোগ্য জমি সেচের আওতায় আনার লক্ষ্যে তিনশ কিলোমিটার মজা খাল পুনখনন করে পানির প্রবাহ বৃদ্ধি করা হবে। বিভিন্ন ধরনের ৪৯০টি শক্তিচালিত পাম্প স্থাপন, দুইশত আঠারো কিলোমিটার ব্যারিড পাইপ সেচ নালা নির্মাণ করা হবে। এই প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে ৫৫ হাজার মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপাদন করা সম্ভব হবে বলে প্রকল্প কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

কর্তৃপক্ষ আরো জানায়, ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের ৫ কিমিঃ সেচ নালা নির্মাণ করা হয়েছে। দুইশ' মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার বীজ সংরক্ষণ ও বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র নির্মাণ, প্রকল্প এলাকায় এক লাখ মিটার হোস পাইপ ব্যবহার করে কৃষকদের সেচ খরচ কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই ৫ হাজার মিটার পাইপ ক্রয় করা হয়েছে।

কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা জানান, সেচযন্ত্রে ব্যবহারের জন্য ট্রান্সফরমার ও এক্সেসরিজসহ ১৮০টি বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ, বিএডিসি এর পুরাতন ভবন ও গুদাম মেরামত সংস্কার ও আধুনিকীকরণ, বড়, মধ্যম ও ছোট মানের ১১৫টি হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ এবং কর্মকর্তা কর্মচারী ও কৃষকদের বাস্তবভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ইতোমধ্যেই এসব কাজ শুরু হয়ে গেছে এবং ১১ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। এদিকে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের উদ্যোগে কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ, কৃষিফার্মের সাথে বাজারের সংযোগ সৃষ্টি এবং বাজারজাতকরণের সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষকদের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জেলা কর্মকর্তা মো: আব্দুল মান্নান হাওলাদার জানিয়েছেন পিরোজপুরে কৃষক মার্কেটিং গ্রুপ গঠন, শস্য সংগ্রহের প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও ওয়ার্কসপ, সার্ভে পরিচালনার কাজ এগিয়ে চলছে। তিনি জানান, তিন জেলার ২১টি উপজেলার মধ্যে ৬টি উপজেলার প্রত্যেকটিতে সাত হাজার দুইশত বর্গফুট আয়তনেরে কৃষি পণ্য এসেম্বল (জড়ো করা) কেন্দ্র স্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। পিরোজপুরের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কৃষি কর্মকর্তা অরুন কুমার জানিয়েছেন, পিরোজপুর- বাগেরহাট-গোপালগঞ্জ সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ইতোমধ্যেই কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পিরোজপুর জেলার বিভিন্ন খেতে উফশী জাতের আউশের ১৯২টি এবং খরিপ-২ এর উফশী ও সুগন্ধি জাতের ধানের ৬০টি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। এসব স্থানে কৃষকদের বীজ ও সার বিনামূল্যে প্রদান করা হয়েছে।

সংকলিত : দৈনিক সংবাদ
০৬-০৮-২০১৪

গ্রীষ্মকালীন সবজি বীজ সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা

দেশে সবজি বীজের চাহিদা ও চুক্তিবদ্ধ চাষীদের মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন এবং গুণগত মানসম্পন্ন সবজি বীজের প্রাপ্যতার ভিত্তিতে ২০১৩-১৪ সালে গ্রীষ্মকালীন সবজি বীজের সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা নিম্নোক্তভাবে জারী করা হলো।

ক্র নং	বিভাগের নাম		জমির পরিমাণ (একর)	উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা (মে.টন)
১।	সবজি বীজ	সবজি বীজ উৎপাদন খামার	৪৭.০০	১৯.৬১০
		চুক্তিবদ্ধ চাষী অঞ্চল	১৩৪.৭৫	৩২.৬৬০
মোট সবজি বীজ			১৮১.৭৫	৫২.২৭০

নালিতাবাড়ী উপজেলার চেল্লাখালি নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদিত

জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা মজুত গড়ে তোলা ও ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সামাজিক ঝুঁকি মোকাবেলার লক্ষ্যে ১৪.৯৯ কোটি টাকার "জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলাধীন চেল্লাখালী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটি গত ১০ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ট্রাস্টির বোর্ডে ৩২ তম সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি এবং মাননীয় পরিবেশ ও বনমন্ত্রী জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এমপি। ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব মাহমুদ আলী, মাননীয় নৌ পরিবহনমন্ত্রী জনাব শাজাহান খানসহ সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পটি মে/২০১৪ থেকে ডিসেম্বর/২০১৫ মেয়াদে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বৃষ্টিপাত হ্রাস, তাপমাত্রা বৃদ্ধি, খরা প্রবণতা ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলার চেল্লাখালী নদীতে ৪৫ মিটার দীর্ঘ ও ৪.৫ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হবে। রাবার ড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে বর্ষা পরবর্তী শুষ্ক মৌসুমে ভূপরিস্থ পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং সেচকাজে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহার বৃদ্ধি ও সেচের ব্যবস্থা করা হবে। পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং পানি সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে ৫০০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানের ব্যবস্থা করা এবং সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিক লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করাই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ দারিদ্র বিমোচন হবে এবং বছরে প্রায় চার কোটি টাকার খাদ্যশষ্য উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

উল্লেখ্য যে, চেল্লাখালি নদীটি ভারতের মেঘালয়ের গারো পাহাড় থেকে উৎপত্তি হয়ে নালিতাবাড়ী উপজেলার বালুঘাটা বাজার হয়ে নকশী খালের সাথে মিশেছে। নদীটি এরপর ঘোড়ামারা হয়ে ভাইটকাবাড়ী নদীতে মিশেছে। চেল্লাখালি নদী পরবর্তীতে ঝিনাইগাতি-হালুয়াঘাট সড়কে সড়ক ও জনপথ বিভাগ কর্তৃক নির্মিত ব্রীজের ভিতর দিয়ে কলাশপার ইউনিয়নের উপর দিয়ে নকলা উপজেলা হয়ে ময়মনসিংহ জেলায় হালুয়াঘাট উপজেলায় প্রবেশ করে কংশ নদীতে মিলিত হয়েছে। নদীতে সারা বছর পানির প্রবাহ থাকে। শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলার চেল্লাখালি নদীর ভূপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধির জন্য এ রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হবে। রাবার ড্যাম এর ডাউন স্ট্রীমে সেচের পানি সরবরাহের জন্য এবং ভাটি এলাকার কৃষকদের চাষাবাদের সুবিধার্থে প্রয়োজনমতো ভূপরিস্থ/ ভূগর্ভস্থ সেচনালার (বারিড পাইপ) মাধ্যমে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা হবে। চেল্লাখালি রাবার ড্যাম নির্মাণের প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্ষার পর পরই নির্মাণ কাজ শুরু করা হবে। নালিতাবাড়ী ঝিনাইগাতি সড়কের সন্নাসীভিটা সেতু সংলগ্ন চেল্লাখালি নদীতে এ রাবার ড্যাম বাস্তবায়ন করা হবে। আলোচ্য প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে বিএডিসি'র তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোঃ হাফিজউল্লাহ চৌধুরীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রাণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের অর্থায়নে "জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা ও খাদ্য নিরাপত্তার জন্য চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া উপজেলায় রাবার ড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন" শীর্ষক অন্য একটি প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া উপজেলায় দুইটি রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হয়েছে। গারুমা ইউনিয়নের ইছামতি নদীতে ৬২ মিটার দীর্ঘ ও ৪.৫০ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট এবং পদুয়া ইউনিয়নের শিলক খালে ৪০ মিটার দীর্ঘ ও ৪.৫০ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট দুইটি রাবার ড্যাম সম্প্রতি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। আলোচ্য রাবার ড্যাম দুইটি শুষ্ক মৌসুমে পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি এবং ১৫০০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানে ব্যবহৃত হবে।

বিএডিসি ২০০৯ সনে রাবার ড্যাম নির্মাণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয়। "খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প" শীর্ষক একটি প্রকল্পের মাধ্যমে সেচের পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি ও গ্রাভিটি ফ্লো পদ্ধতিতে সেচ প্রদানের জন্য ডিসেম্বর/২০১২ মাসে দুইটি রাবার ড্যাম নির্মাণ করে চালু করেছে। একটি ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলার প্রবাহমান মেনং ছড়ায় ৩০ মিটার দীর্ঘ ও ৪.৫০ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট এবং অপরটি সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলার প্রবাহমান সোনাই নদীতে ৫০ মিটার দীর্ঘ ও ৪ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট। একই প্রকল্পের আওতায় বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার মিছাখালী নদীতে রাবার ড্যামের নির্মাণ কাজ হাতে নেয়া হয়। বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার মিছাখালী নদীতে নির্মাণাধীন রাবার ড্যাম এর দৈর্ঘ ২২০ মিটার। মিছাখালী নদী রাবার ড্যাম আগাম পাহাড়ি ঢল জলোচ্ছ্বাস থেকে আঙ্গুরালী ও ফয়চা হাওয়ের ৭০০০ হেক্টর জমির বোরো ফসল রক্ষা করবে। ফলে প্রতি বছর ৫৬ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার ৩১,৫০০ মেট্রিক টন খাদ্য শষ্য ফ্লাশ ফ্লাড হতে রক্ষা করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে ভূগর্ভ হয়ে লবণ পানির অনুপ্রবেশ

প্রকৌশলী মোঃ লুৎফর রহমান, সহকারী প্রধান প্রকৌশলী (মিশু), বিএডিসি, ঢাকা

কৃষি প্রধান বাংলাদেশ একটি অতি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় ১২০০ লোকের বাস, যা বিশ্বের অধিকাংশ দেশের জনসংখ্যার ঘনত্বের তুলনায় অনেক বেশি। ১.৪৭ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এ দেশে প্রায় ১৬ কোটি লোকের খাদ্যের সংস্থান হচ্ছে। বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ০.৮০% আবাদি জমি বসতবাড়ি বা বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণে অনাবাদি হয়ে পড়ছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে ক্রমহ্রাসমান কৃষি জমি হতে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশ খাদ্যে প্রায় স্বয়ম্ভরতার দ্বার প্রান্তে উপনীত হয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে সেচ নির্ভর উচ্চ ফলনশীল বোরো চাষের মাধ্যমে।

বাংলাদেশ পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার ব-দ্বীপ অঞ্চলে অবস্থিত। প্রায় ৩১০টি নদী দেশের বিভিন্ন অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এর মধ্যে ৫৪টি নদীর উৎপত্তিস্থল ভারত, ৩টির উৎপত্তি মায়ানমার থেকে (BWDB, ২০১১)। উজানের পানি প্রত্যাহারের ফলে শুষ্ক মৌসুমে যখন সেচের পানির প্রয়োজন তখন এ নদীগুলোতে প্রায়ই কোন প্রবাহ থাকে না বা সর্বনিম্ন পর্যায়ে প্রবাহ থাকে। শুষ্ক মৌসুমে নদীগুলোতে মাত্র ৯০,০০০ কিউসেক প্রবাহ থাকে (Rashid, ১৯৯৭)। এ প্রবাহের পরিমাণ বর্তমানে আরো কমছে। ভূপরিস্থ পানির প্রবাহ হ্রাস, অপরিকল্পিতভাবে ভূগর্ভ হতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি উত্তোলন, কৃষি ক্ষেত্রসহ শিল্প, কল-কারখানায় ভূর্গভস্ত পানির ব্যবহার বৃদ্ধি ও অন্যান্য নানাবিধ কারণে সাগর অভিমুখে ভূগর্ভস্ত পানির চাপহ্রাস পাচ্ছে। বর্তমানে দেশে ভূপরিস্ত পানির মাধ্যমে ২১% এবং ভূগর্ভস্থ পানির মাধ্যমে ৭৯% সেচ দেয়া হচ্ছে। বাংলাদেশের ভূগর্ভস্থ পানির পুনর্ভরণের পরিমাণ প্রায় ৫১.৫ বিলিয়ন কিউবিক মিটার (BCM) (Rashid, ১৯৯৭)। বিএডিসি'র জরিপ ও পরিবীক্ষণ প্রকল্পের ২০০৯-১০ সালের সেচকৃত এলাকার তথ্য থেকে প্রাক্কলিত সেচকাজে প্রায় ৫৩.০০ বিলিয়ন কিউবিক মিটার পানি উত্তোলন করা হচ্ছে এবং প্রায় ৩.০০ বিলিয়ন কিউবিক মিটার গৃহস্থালী ও শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত হচ্ছে। দিনে দিনে ভূগর্ভস্থ পানির চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং শুষ্ক মৌসুমে পরিকল্পনাহীনভাবে পানি উত্তোলন করা হচ্ছে। নদ-নদীতে পানি না থাকায় পানি স্তরের পুনর্ভরণ (Recharge) হচ্ছে না। যার প্রভাব ইতোমধ্যে প্রবল আকারে দেখা যাচ্ছে। ফলে সাগরের লবণাক্ত পানি ভূপরিস্ত ও ভূগর্ভ হয়ে উজানের দিকে প্রবেশ করছে। এটি একটি অশনী সংকেত এবং পরিবেশের জন্য বিরাট এক হুমকী হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে।

একসময়ের খাদ্য ভান্ডার দেশের দক্ষিণাঞ্চল বর্তমানে খাদ্য ঘাটতি এলাকা। ৬০ মিলিয়ন লোকের জনবসতিপূর্ণ বিশাল এলাকা রবি মৌসুমে অনাবাদি দেখা যায়। এর প্রধান কারণ সেচের পানির প্রাপ্যতার অভাব। এ সব এলাকায় প্রচুর পানি থাকলেও সেচ দেয়া এমনকি পান করার উপযোগী পানির বড় অভাব। ভূপরিস্ত এবং ভূগর্ভস্ত উভয় উৎসের পানিতে মাত্রাতিরিক্ত লবণাক্ততা। এ লবণাক্ততার পরিমাণ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জরিপ অনুযায়ী খাবার পানি ও ফসল আবাদের জন্য লবণের সহনীয় মাত্রা যথাক্রমে ৫০০ ও ১০০০ µS/cm.। কিন্তু দেশের দক্ষিণ উপকূলীয় কোন কোন জেলায় পানিতে লবণের ঘনত্ব ১৮০০০ µS/cm এর অধিক পাওয়া গিয়েছে। লবণের ঘনত্বের একক হিসেবে µS/cm ব্যবহার করা হয়। ১০০০ µS/cm =১ DS/m. ১০০০ µS/cm = ৭০০ ppm. ppm এর সাথে আমরা অনেকেই পরিচিত। তবে পরিবর্তনের সুবিধার্থে µS/cm কে Conversion factor হিসেবে ০.৬৪ দ্বারা গুণ করে ppm এ রূপান্তর করা হয়।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) ২০১০ সাল হতে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ভূগর্ভস্থ পানির লবণাক্ততার পরিমাণ নির্ণয় ও এ বিষয়ে পূর্বাভাস প্রদান বিষয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ১৯ টি জেলায় বর্তমানে ১৬১ টি পর্যবেক্ষণ নলকূপ স্থাপন করে তা থেকে বিভিন্ন গভীরতায় (১০ ফিট পর পর) পানিতে লবণের ঘনত্ব পরিমাপ করে চলেছে। প্রতি বৎসর এক/দুই বার এ ঘনত্বের ডাটা সংগ্রহ করে ডাটা ব্যাংক তৈরি করা হচ্ছে এবং এ ডাটা ব্যাংক ব্যবহার করে সকলের নিকট সহজে বোধগম্য করার নিমিত্ত 3-D DEM (3-Dimensional Digital Elevation Model) ম্যাপ তৈরি করা হচ্ছে। সংগৃহীত ডাটা পর্যালোচনা করে দেখা যায় অধিকাংশ স্থানে পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় লবণাক্ততার মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার কোন কোন স্থানে কমে যাওয়ার চিত্রও দেখা যাচ্ছে। তবে বরগুণা এবং খুলনা জেলার উপকূলবর্তী এলাকায় লবণাক্ততার পরিমাণ ১৮০০০ µS/cm ছাড়িয়ে গেছে। উপকূলের উত্তর দিকে ক্রমান্বয়ে এর পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। তবে বরগুণা, খুলনা, সাতক্ষীরা, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, শরিয়তপুর এমনকি মাদারীপুর জেলায় এর মাত্রা সহনীয় পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশি। সংগৃহীত তথ্য হতে আরো দেখা যায় যে, ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি হতে নিচের দিকে লবণ পানির ঘনত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে ১৪৩ টি ২০০ ফুট গভীরতা পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ নলকূপের ডাটা সংগ্রহ করা হয়েছে। পরবর্তীতে ৬০০ ফুট গভীরতায় আরো ১৮টি নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। এগুলো হতে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। নিম্নের সারণিতে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ১১০ ফুট গভীরতা বিগত তিন বছরে কয়েকটি পর্যবেক্ষণ নলকূপ হতে লবণ পানি অনুপ্রবেশের একটি তুলনামূলক চিত্র সন্নিবেশিত হলো।

(বাকি অংশ ১১ এর পাতায়)

(১০ পাতা এর পর)

জেলার নাম	উপজেলা	ইলেক্ট্রিক কন্ডাকটিভিটি (µS/cm)		
		মে-জুন/২০১১	মার্চ-এপ্রিল/২০১২	মার্চ-এপ্রিল/২০১৩
বরগুনা	বামনা	১৬০০০	১০৯৩০	৭৫৬০
	পাথরঘাটা	১২২০০	১৪০১০	৯৮৯০
	বেতাগী	৭৩০০	৬৯৫০	৫৫৯০
খুলনা	কয়রা	১০৬২০	১২৭৪০	১২৪৯২
	দাকোপ	৬৬০০	৮৭৫৭	৯৪২২
	বৈঠাঘাটা	১২৪০০	৮৪১৮	৮৭০১
বাগেরহাট	মোরেলগঞ্জ	৫০০০	৬৮৭৯	৫৯৫৮
	মংলা	৯৩৭০	১৫১৩১	১৫৫৩২
	রামপাল	৬৬৫০	৬৩২৫	১৩৪৪১
পিরোজপুর	সদর	৬৩১১	৭৭৬০	১২৪৭০
	নাজিরপুর	৯০৭০	৮২৩০	৫৫৯০
মাদারিপুর	সদর	৮৯৮	১৭৪০	৯৯২
	কালকিনী	-	১১০৭০	৯০৮০
শরিয়তপুর	সদর	৫০৪১	৬১৭০	৪৪৬০

সারণি-১: দক্ষিণাঞ্চলের কয়েকটি জেলায় উপজেলাভিত্তিক ১১০ ফুট গভীরতায় লবণাক্ততার চিত্র

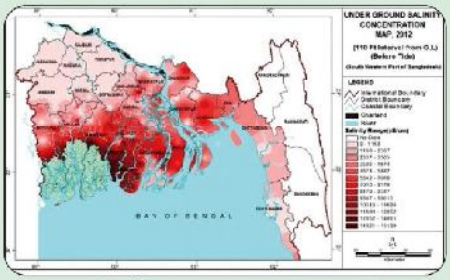

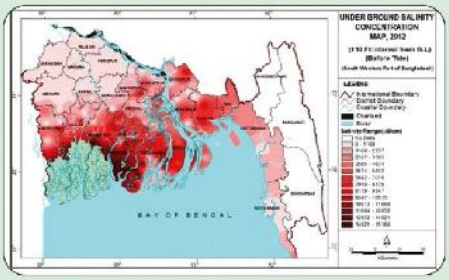

চিত্র-১১০ ফুট গভীরতায় ২০১১ ও ২০১২ সালে লবণাক্ত পানির ঘনত্বের তুলনামূলক 3-D DEM *ম্যাপ*

ভূগর্ভস্থ হয়ে দেশের উত্তর দিকে লবণ পানির অনুপ্রবেশ বা লবণাক্ততা বৃদ্ধি নিঃসন্দেহে দেশের জন্য একটি অশণি সংকেত। এখানে বিশেষভাবে উল্ল্যেখ্য যে, মাদারীপুর হতে ঢাকা শহরের রৈখিক দূরত্ব খুবই কম। ঢাকা শহরে প্রায় সোয়া কোটি লোকের বাস। এখানে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর বর্তমানে ২১০-২১৫ ফুট গভীরে অবস্থান করছে, যা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৭৫ নিচে অবস্থিত। পানির ধর্ম নিচের দিকে প্রবাহিত হওয়া। কাজেই লবণ পানি কোন এক সময় ঢাকা শহরে প্রবেশ করলে অবাক হওয়ার কিছুই থাকবে না। বরং এ ঘটনা ঘটলে এ মেগা সিটি মানুষের বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে।

লবণ পানি অনুপ্রবেশ রোধ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। এজন্য সময় থাকতেই বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে কার্যকর উদ্যোগ হাতে নিতে হবে। এ জন্য নিম্নেবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে:

* Trans-boundary নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় করে ভূপরিস্থ পানির প্রবাহ বৃদ্ধি;
* সেচ কাজে ভূপরিস্ত পানির ব্যবহার বৃদ্ধি করা;
* বেশি বেশি নদী খাল খনন করে ভূপরিস্থ পানির মজুদ বৃদ্ধি করা;
* সেচ ব্যবস্থাপনার দিকে জোর দিয়ে ফসলের প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানির ব্যবহার নিশ্চিত করা; ও
* ভূগর্ভস্থ পানি যথাসম্ভব কম উত্তোলন করা।

শুধু তথ্য সংগ্রহ করে পূর্বাভাস প্রদানই যথেষ্ট নয়। এ সকল ডাটা ব্যবহার করে প্রয়োজন উন্নতর গবেষণা। ইতোমধ্যে অনেক প্রতিষ্ঠান বা উচ্চতর শিক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রিরা গবেষণার কাজে ডাটা সংগ্রহ করেছে। এমনকি বিদেশি প্রতিষ্ঠান হতেও গবেষণার কাজে এ সব ডাটা সংগ্রহ করেছে। এ সব গবেষণার ফলাফল এনে দিতে পারে কোন সম্ভাবনার নব দিগন্ত।

এক নজরে আলু ও বীজ আলু সংক্রান্ত তথ্যাদি

ড. মোঃ শাফায়েত হোসেন, উপব্যবস্থাপক(বীপ্রস), বিএডিসি, ঢাকা

- আলুর বৈজ্ঞানিক নামঃ Solanum tuberosum
- আলুর ইংরেজি নামঃ Potato
- আলুর উৎপত্তিঃ দক্ষিণ আমেরিকা
- আলুর পরিবারঃ সোলানেসী (Solanaceae)
- আলুর ক্রমোজম সংখ্যাঃ ১২ জোড়া
- খাদ্য ফসলের মধ্যে উৎপাদনের দিক দিয়ে বিশ্বে আলুর স্থানঃ ৪র্থ
- বাংলাদেশে ধান ও গম এর পর স্থান ঃ আলুর
- বাংলাদেশে আলুর গড় ফলনঃ ১৮.০৮ টন/হে.(বিবিএস,২০১১)
- মুন্সিগঞ্জে আলুর গড় ফলনঃ ২৭.০০ টন/হে.
- দেশের মোট আলুর ৭৫% উৎপাদিত হয়ঃ মুন্সিগঞ্জ জেলায়
- সর্বোচ্চ আলু উৎপাদনকারী দেশঃ চীন
- বাংলাদেশে মোট আলু উৎপাদনঃ প্রায় ১০ মিলিয়ন মে.টন (১ কোটি টন)
- উৎপাদিত মোট আলুর কি পরিমান হিমাগারে সংরক্ষণ করা হয়ঃ ২২-২৫ লক্ষ মে.টন
- দেশে আলু চাষে ব্যবহৃত জমির পরিমানঃ ৫ লাখ ২০ হাজার হেক্টর
- দেশে দেশীয় আলু (আইপিভি) চাষের আওতায় জমির পরিমানঃ মোট আলুর জমির ৩০%
- বিশ্বে মোট আলু উৎপাদনঃ প্রায় ৩২০ মিলিয়ন মে.টন
- বিশ্বে আলুর গড় ফলনঃ ১৬.৭৩ টন/হে. (২০০৬)
- যে দেশে আলুর গড় ফলন সর্বোচ্চঃ আমেরিকা (৪৩.৬৭ টন/হে.), নেদারল্যান্ডস (৪১.৬৭ টন/হে.)
- বিশ্বে কতটি দেশে আলু প্রধান খাদ্যঃ ৪০টির বেশী দেশে
- বিশ্বে খাদ্য হিসেবে বার্ষিক মাথাপিছু আলুর ব্যবহার সর্বোচ্চঃ বেলারুশ (৮৩৫ কেজি), নেদারল্যান্ডস (৪১৫ কেজি)
- বাংলাদেশে বার্ষিক মাথাপিছু আলুর ব্যবহারঃ মাত্র ২৪ কেজি
- বাংলাদেশ থেকে বিদেশে ১ম আলু রফতানী করা হয়ঃ ১৯৯৯ সালে (১২৬ টন)
- বিদেশে আলু রফতানীর পরিমান ছিলঃ ৮০০০ মে.টন (২০০৬), ২০০০০ মে.টন (২০১০)
- আলু আমদানীকারক দেশগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ সিংগাপুর, মালয়শিয়া, শ্রীলংকা
- সিংগাপুর, মালয়শিয়া, শ্রীলংকায় যে জাতের চাহিদা বেশীঃ গ্রানুলা
- যে দেশ থেকে বীজ আলু আমদানী করা হয়ঃ নেদারল্যান্ডস (হল্যান্ড)
- দেশে প্রথম বিএডিসি কর্তৃক বীজ আলু আমদানী হয়ঃ ১৯৬০ সালে
- দেশে বিএডিসি কর্তৃক বীজ আলু উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হয়ঃ ১৯৭২-৭৩ সালে দেশে
- যে দুই ধরণের আলু উৎপাদন হয়ঃ দেশীয়(আইপিভি) এবং আধুনিক জাতের
- দেশে মোট আলু হিমাগারের সংখ্যাঃ ৩৩৪ টি (২০০৮)
- বিএডিসির আওতাধীন বীজ আলু হিমাগারের সংখ্যাঃ ১৯ টি
- বিএডিসির আওতাধীন বীজ আলুর কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স জোনের সংখ্যাঃ ১৬টি
- বিএডিসির বীজ আলু হিমাগারে ধারণ ক্ষমতাঃ ২৩৭০০মে.টন
- গত বছরে বিএডিসি কর্তৃক সররাহকৃত বীজ আলুর পরিমানঃ ২৮০০০ মে.টন (৫%)
- বীজ আলু হিমাগারে যে তাপমাত্রায় বীজ রাখা হয়ঃ ২.২-২.৮ ডিগ্রী সে.
- বীজ আলু হিমাগারে যে আপেক্ষিক আর্দ্রতায় বীজ রাখা হয়ঃ ৮৫-৯০%
- বিএডিসির আওতাধীন টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরীর সংখ্যাঃ ৪টি
- বাংলাদেশে আলু নিয়ে গবেষণা করে যে প্রতিষ্ঠানটিঃ বিএআরআই (টিসিআরসি)
- বিএআরআই এর অধীনে Potato Research Centre প্রতিষ্ঠা হয়ঃ ১৯৭৭ সালে
- Potato Research Centre কে Tuber Crop Research Centre হিসেবে নামকরণঃ ১৯৮৮ সালে
- টিসিআরসি কর্তৃক ব্রিডার বীজ আলু উৎপাদন শুরু হয়ঃ ১৯৮০-৮১ সালে
- টিসিআরসি কর্তৃক উদ্ভাবিত আলুর জাতঃ ৪৬টি
- টিসিআরসি কর্তৃক উদ্ভাবিত সর্বশেষ আলুর জাতঃ বারি আলু ৪৬
- টিসিআরসি কর্তৃক উদ্ভাবিত ১ম আলুর জাতঃ বারি আলু ১(হিরা)
- টিসিআরসি কর্তৃক উদ্ভাবিত আলুর হাইব্রিড জাতঃ বারি টিপিএস-১ এবং বারি টিপিএস-২
- চাষের আওতায় বহুল ব্যবহৃত আলুর জাতগুলিঃ ডায়ামন্ড, কার্ডিনাল, গ্রানোলা
- বিএআরআই এর আওতাধীন প্রি-ফাউন্ডেশন/ব্রিডার বীজ আলু উৎপাদন খামারঃ দেবিগঞ্জ, পঞ্চগড়
- বিএডিসির আওতাধীন ভিত্তি বীজ আলু উৎপাদন খামার (২টি)ঃ ডোমার (নীলফামারী), আমলা (কুষ্টিয়া)
- জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত বীজ আলুর আকার (৩টি)ঃ ২৮-৩৫ মি.মি, ৩৬-৪৫মি.মি, ৪৬-৫৫মি.মি
- বিএডিসিতে বীজ আলুর আকার (২টি)ঃ ২৮-৪০ মি.মি (এ-গ্রেড), ৪১-৫৫মি.মি (বি-গ্রেড)
- আলুর সবচেয়ে ক্ষতিকর ছত্রাকজনিত রোগঃ লেইট ব্লাইট
- আলুর লেইট ব্লাইট ১ম দেখা যায়ঃ ১৯২২ সালে
- আয়ারল্যান্ডে মহামারী (Irish Famine) হয় আলুর যে রোগের কারনেঃ লেইট ব্লাইট
- আলুর সবচেয়ে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগঃ ব্যাকটেরিয়াল উইল্ট/ব্রাউন রট
- আলুর সবচেয়ে ক্ষতিকর ভাইরাসজনিত রোগঃ PLRV,PVY
- আলুতে পানির পরিমান ঃ ৮০%
- উদ্ভাবিত জাতগুলির মধ্যে উচ্চ Dry Matter Content জাতগুলিঃ ফেলসিনা, এ্যাস্টারিক্স
- French Fries এর জন্য আলুর উপযুক্ত Dry Matter Content ঃ ২০-২৪%
- Chips এর জন্য আলুর উপযুক্ত Dry Matter Content ২২-২৪%
- আন্তর্জাতিক আলু গবেষণা কেন্দ্র (CIP)ঃ লিমা(পেরু)

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বিএডিসি'র ক্ষুদ্রসেচ কার্যক্রম

দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষে বিএডিসি'র সেচ কার্যক্রম গতিশীলতা আনয়নের জন্য ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে সরকার অনুমোদিত ১৯টি প্রকল্প ও ১৩৬টি কর্মসূচি সারাদেশে সেচ সম্প্রসারণ, সেচ উন্নয়ন তথা অধিক জমি সেচের আওতায় আনার জন্য কাজ করেছে। এ সকল কাজের মাধ্যমে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে অতিরিক্ত ৫৫ হাজার হেক্টর কৃষি জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ হয়েছে। এর ফলে উক্ত বছরে অতিরিক্ত প্রায় ২.৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপাদিত হয়েছে। প্রকল্প ও কর্মসূচি'র মাধ্যমে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে নিম্নবর্ণিত সেচ উন্নয়ন মূলক কাজ হয়েছে।

১। খাল খনন/পূনঃখনন কাজ (১০৮২.৬৭ কিলোমিটার)- বর্ষা ও বৃষ্টির পানি বছরের অধিক সময় ধরে রেখে তা বোরো মৌসুমে সেচ কাজে ব্যবহারের লক্ষ্যে এবং জলাবদ্ধতা নিরসন করে জলাবদ্ধতা মুক্ত জমি সেচের আওতায় আনার জন্য সারাদেশে ১০৮২.৬৭ কিলোমিটার খাল খনন/পূনঃখনন করা হয়েছে।

২। রাবার ড্যাম নির্মাণ (৪টি)- পাহাড়ী এলাকায় ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে পানি ঠেকিয়ে তা দু-পাড়ের জমিতে সেচ কাজে ব্যবহারের জন্য ৪টি রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হয়েছে।

৩। ভূ-পরিস্থ সেচ নালা নির্মাণ (৯০.১৬ কিলোমিটার)- পানির অপচয় রোধ করে সহজসাধ্যভাবে জমিতে পানি সরবরাহের নিমিত্তে ৯০.১৬ কিলোমিটার ভূ-পরিস্থ সেচ নালা নির্মাণ করা হয়েছে।

৪। ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণ (৩৪৪.৩৫ কিলোমিটার)- পানি ও জমির অপচয় রোধ করে সহজসাধ্যভাবে জমিতে পানি সরবরাহের নিমিত্তে ৩৪৪.৩৫ কিলোমিটার ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণ করা হয়েছে।

৫। সৌর শক্তি চালিত পাম্প স্থাপন (১১টি) - বিদ্যুতের ব্যবহার কমানোর লক্ষ্যে ও সেচ খরচ সাশ্রয়ের জন্য ১১টি সৌর বিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্প স্থাপন করা হয়েছে।

৬। নতুন গভীর নলকূপ স্থাপন (২৮৯টি)- সেচ এলাকা বাড়ানোর জন্য ২৮৯টি নতুন গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে।

৭। গভীর নলকূপ পূনর্বাসন (১৭২টি)- পুরাতন অকেজো গভীর নলকূপ পূনর্বাসন করে তা সেচ কাজে ব্যবহার করে সেচ সম্প্রসারণ করার নিমিত্তে ১৭২টি গভীর নলকূপ পূনর্বাসন করা হয়েছে।

৮। শক্তি চালিত পাম্প স্থাপন (১৬৯টি)- ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমানোর লক্ষ্যে ভূ-পরিস্থ পানি সেচ কাজে ব্যবহারের জন্য ১৬৯টি শক্তি চালিত পাম্প স্থাপন করা হয়েছে।

৯। সাবমার্সড ওয়্যার নির্মাণ (২টি)- খালের পানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে সেচ সুবিধা প্রদানের জন্য ২টি সাবমার্সড ওয়্যার নির্মাণ করা হয়েছে।

১০। আর্টেসিয়ান নলকূপ স্থাপন (৭০টি)- খরচ বিহীন ভাবে সেচ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে পার্বত্য এলাকায় ৭০টি আর্টেসিয়ান নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে।

১১। বেঁড়ী বাঁধ নির্মাণ (৩৮.৫৪ কিলোমিটার)- উপকূলীয় এলাকায় জমির ফসল রক্ষার্থে ৩৮.৫৪ কিলোমিটার বেঁড়ী বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে।

১২। সেচ অবকাঠামো নির্মাণ (১৮৪০টি)- সেচ অবকাঠামো অর্থাৎ ফালভার্ট, স্লুইসগেট, ফুটব্রীজ, সাবমার্সড ওয়্যার ইত্যাদি নির্মাণের মাধ্যমে সুবিধা প্রদান করে ১৮৪০টি সেচ অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত অবকাঠামো পানি নিষ্কাশনের জন্য, পানি ঠেকিয়ে সেচ কাজে ব্যবহারের জন্য এবং কালভার্ট ও ফুটব্রীজ এর উপর দিয়ে মাঠ হতে ফসল কৃষকের বাড়ীতে আনয়নের জন্য ও মাঠে কৃষক ও গবাদি পশুর যাতায়াতের জন্য তৈরী করা হয়েছে।

১৩। স্মার্ট কার্ড প্রি-পেইড মিটার স্থাপন (৬৬টি) - নিয়মিত সেচ চার্জ আদায়ের লক্ষ্যে এবং সেচ খরচ কমানোর লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রিত সেচ সুবিধা প্রদানের জন্য ৬৬টি স্মার্টকার্ড প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে।

১৪।সেচ কাজের জন্য ফিতা ফাইপ সরবরাহ (৬০০০ মিটার) অধিক পরিমান জমি সেচের আওতায় আনার জন্য ৬০০০ মিটার ফিতা ফাইপ সরবরাহ করা হয়েছে।

৫। কৃষক/ফিল্ডম্যান/ম্যানেজার প্রশিক্ষণ (৮৩৯০ জন) - সেচ কাজে ও সেচ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বাড়ানোর জন্য ও সেচ যন্ত্র দক্ষতার সাথে পরিচালনার জন্য ৮৩৯০ জন কৃষক/ফিল্ডম্যান/ম্যানেজারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অধিক খাদ্য শস্য উৎপাদনের জন্য সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের নিমিত্তে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ১১টি প্রকল্প ও ২৫টি কর্মসূচি'র মাধ্যমে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে অতিরিক্ত ৬০ হাজার হেক্টর জমি সেচের সুবিধায় আনা যাবে এবং এতে বছরে ৩ লক্ষ মেট্রিক টন অধিক খাদ্য শস্য উৎপাদন সম্ভব হবে।

সময় মত সেচ দিন অধিক ফসল ঘরে তুলুন

চলতি মৌসুমে বিএডিসি ৬৬ হাজার ৪৮৮ কেজি (প্রায়) শীতকালীন সজি বীজ বিতরণ শুরু করেছে

স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত এবং ২০১৪-১৫ মৌসুমে বিতরণ যোগ্য ভিত্তি শ্রেণির ৫৮৯৩.৮৫০ কেজি ও মানসম্পন্ন ৬০৫৯৪.০০০ কেজি সহ সর্বমোট ৬৬৪৮৭.৮৫০ কেজি বিভিন্ন জাতের শীতকালীন সজি বীজ (টমেটো,বেগুন,মূলা, পালংশাক,লালশাক,ডাঁটাশাক, মটরশুটি, মিষ্টি কুমড়া,লাউ ও ঝুপড়ি সীম) এবং বারি হাইব্রিড টমেটো-৫ জাতের ৫০২.৫৪০ কেজি হাইব্রিড টমেটো বীজ এবং বারি হাইব্রিড বেগুন-১ জাতের ১৬০.৪৮৭ কেজি ও বারি হাইব্রিড বেগুন-৩ জাতের ১৭.৭৭০ কেজিসহ সর্বমোট ১৭৮.২১৭ কেজি হাইব্রিড বেগুন বীজ চাষী পর্যায়ে বিতরণের জন্য অঞ্চলওয়ারী ও জাতভিত্তিক বিতরণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

চলতি মৌসুমে বিএডিসি'র ২৯৬ মে:টন (প্রায়) মাসকলাই বীজ বিতরণ কর্মসূচি

চলতি ২০১৪-১৫ সালে খরিপ-২ মৌসুমে বিক্রয়ের জন্য ভিত্তি শ্রেণির ১৫.০০ মে:টন ও মানঘোষিত শ্রেণির ২৮১.০৭০ মে: টনসহ সর্বমোট ২৯৬.০৭০ মে: টন মাসকলাই বীজের বিতরণ কর্মসূচি জারী করা হয়েছে।

২০১৪-১৫ সালে খরিপ-২ মৌসুমে ভিত্তি ও মানঘোষিত শ্রেণির মাসকলাই বীজের অঞ্চলওয়ারী বরাদ্দ

পরিমাণ ঃ মে. টন

ক্রঃ নং	অঞ্চলের নাম	মাসকলাই বারিমাসকলাই-৩		মোট
		ভিত্তি	মানঘোষিত	
১	ঢাকা	১.০০০	১৫.০০০	১৬.০০০
২	ময়মনসিংহ	০.৫০০	১২.৫০০	১৩.০০০
৩	জামালপুর	০.৫০০	১২.৫০০	১৩.০০০
৪	কিশোরগঞ্জ	০.৫০০	১০.৫০০	১১.০০০
৫	টাঙ্গাইল	১.০০০	১৫.৫০০	১৬.০০০
৬	ফরিদপুর	১.৫০০	২২.৫০০	২৪.০০০
৭	চট্টগ্রাম		৬.০০০	৬.০০০
৮	নোয়াখালী		৬.০০০	৬.০০০
৯	কুমিল্লা	১.০০০	১৯.০০০	২০.০০০
১০	সিলেট		৮.০০০	৮.০০০
১১	রাজশাহী	২.০০০	২২.০০০	২৪.০০০
১২	পাবনা	১.০০০	২০.০০০	২১.০০০
১৩	বগুড়া		১৫.০০০	১৫.০০০
১৪	রংপুর	১.০০০	১৭.০০০	১৮.০০০
১৫	দিনাজপুর	০.৫০০	১৩.৫০০	১৪.০০০
১৬	খুলনা	০.৫০০	১০.৫০০	১১.০০০
১৭	যশোর	২.০০০	২৪.০০০	২৬.০০০
১৮	কুষ্টিয়া	২.০০০	২৪.০৭০	২৬.০৭০
১৯	বরিশাল		৪.০০০	৪.০০০
২০	পটুয়াখালী		৪.০০০	৪.০০০
	সর্বমোট ঃ-	১৫.০০০	২৮১.০৭০	২৯৬.০৭০

শোক সংবাদ

* উপপরিচালক (বীবি) এর কার্যালয়, বিএডিসি, জামালপুর দপ্তরাধীন শেরপুর জেলা বীজ বিক্রয়কেন্দ্রের গুদাম রক্ষক জনাব আঃ জব্বার দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ০১/০৮/২০১৪ তারিখে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি.....রাজিউন)।

* নির্বাহী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ ও জিএফআইডিপি) এর কার্যালয়, বিএডিসি, ফরিদপুর রিজিয়ন দপ্তরে কর্মরত অফিস পিয়ন জনাব মোঃ আবু বকর সিদ্দিক গত ৩০/০৭/২০১৪ তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি.....রাজিউন)।

* নির্বাহী প্রকৌশলী (সওকা) এর কার্যালয়, বিএডিসি, যশোর রিজিয়ন দপ্তরে কর্মরত মেকানিক জনাব মিয়া গোলাম নবী গত ২৮/০৭/২০১৪ তারিখে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি.....রাজিউন)।

* সহকারী প্রকৌশলী (নির্মাণ) বিএডিসি, দিনাজপুর জোনাধীন নবাবগঞ্জ ইউনিটে কর্মরত সহকারী মেকানিক জনাব মোঃ আনিসুর রহমান গত ২৬/০৭/২০১৪ তারিখে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি.....রাজিউন)।

* অডিট বিভাগ, বিএডিসি ঢাকায় কর্মরত হিসাব নিরীক্ষণ কর্মকর্তা জনাব মোঃ আবুল কাশেম মজুমদার গত ১৩/০৮/২০১৪ তারিখে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)।

পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন

মোঃ আকতার হোসেন খান

মোঃ আকতার হোসেন খান, উপব্যবস্থাপক (কর্মসূচি), মহাব্যবস্থাপক (বীজ) এর দপ্তর, কৃষিভবন, ঢাকা অটাম/২০০৯ টার্মে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুরে ভর্তি হয়ে 'Seed Science & Technolog বিষয়ে উইন্টার/২০১৩ টার্মে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি এগ্রোনামি বিভাগের প্রফেসর ড. এম. আব্দুল করিম এর অধীনে গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন করেন। তার থিসিসের শিরোনাম ছিল,' Nitrogen,Potassium and Spacing Effects on Yield Quality and Nutrient Uptake of Seed Sized Potato.' তিনি সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

মোঃ রফিকুল ইসলাম

মোঃ রফিকুল ইসলাম, উপব্যবস্থাপক (উন্নয়ন), মহাব্যবস্থাপক (বীজ) এর দপ্তর, কৃষিভবন, ঢাকা উইন্টার/২০০৮ টার্মে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,গাজীপুর হতে 'Seed Science & Technolog' বিষয়ে অটাম/২০১৩ টার্মে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি জেনিটিক ও প্লান্ট ব্রিডিংস বিভাগের প্রফেসর ড. এম. এ. খালেক মিয়া এর অধীনে গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন করেন। তার থিসিসের শিরোনাম ছিল,' Genetic Purity of Rice Hybrids Using Morphological and Molecular Markers.' তিনি সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

মোঃ ছাদেক হোসেন

মোঃ ছাদেক হোসেন, উপপরিচালক (বীজ), বিএডিসি, গাজীপুর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি হর্টিকালচার বিভাগের প্রফেসর ড. এম. মোফাজ্জল হোসাইন এর অধীনে গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন করেন। তার থিসিসের শিরোনাম ছিল,' Microtuberization in potato and its strage and field performance.' তিনি ১৯৭১ সালে বগুড়া জেলায় এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আলহাজ্ব মোহাম্মদ আলী প্রামানিক ও মাতার নাম মিসেস সায়েদা খাতুন। তিনি সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

মেধাবী মুখ

তন্ময় সাহা

তন্ময় সাহা ২০১৪ সালের এইচ,এস,সি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের অধীনে খিলগাঁও কোয়ালিটি এডুকেশন কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ (এ প্লাস) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। তন্ময় বিএডিসি'র সার ব্যবস্থাপনা বিভাগের অফিস সহকারী বনাম মুদ্রাক্ষরিক জনাব হিমাংশু কুমার সাহা'র কনিষ্ট ছেলে। সে সকলের আশির্বাদ প্রর্থী।

যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন আমরা আছি তাদের জন্য

* জনাব মোঃ ছানাউল হক, সিনিয়র সহকারী পরিচালক, ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক (কঃগ্রোঃ) ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর থেকে "বীজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি" বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

ভাল বীজে ভাল ফসল

* এ.কে.এম মিজানুর রহমান, উপপরিচালক (কঃ গ্রোঃ), বিএডিসি, চট্টগ্রাম। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর থেকে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি Genetic and plant Breedings বিভাগের প্রফেসর ড. এম. এ. খালেক মিয়া এর অধীনে গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন করেন। তার থিসিসের শিরোনাম ছিল,' Genetic Variability in Parental Lines flora and seed quality traits in Hybrid rice.' তিনি সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

চলতি মৌসুমে উৎপাদিত বিএডিসি'র হাইব্রিড ধান বীজের বিক্রয়মূল্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক ২৬ আগস্ট ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তক্রমে ২০১৩-১৪ বোরো মৌসুমে উৎপাদিত SL-8H ও ব্রি হাইব্রিড ধান৩ জাতের হাইব্রিড (F1) ধান বীজের সংগ্রহ মূল্য নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে ঃ

হাইব্রিড (F1) ধানের জাত	সংগ্রহ মূল্য (টাকা)	
	খামারের জন্য (প্রতি কেজী)	চুক্তিবদ্ধ চাষীর জন্য (প্রতি কেজী)
SL-8H	১১৫.০০	১২০.০০
ব্রি হাইব্রিড ধান৩	১১৫.০০	-

২। চুক্তিবদ্ধ চাষীদের মূল্য প্রদানকালে খামার বিভাগ হতে সরবরাহকৃত উপকরণের মূল্য সমন্বয় পূর্বক পরিশোধ করতে হবে।

আশ্বিন-কার্তিক মাসের কৃষি

আশ্বিন-মাস

আমন ধান:

আমন ধানের এ সময় বাড়ন্ত অবস্থা। রোপণের সময় ভেদে এ সময় ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ করতে হবে। লাগানোর ২০-২৫ দিনের মধ্যে ইউরিয়ার উপরি প্রয়োগের প্রথম কিস্তি ও ৫৫-৬০ দিনের মধ্যে দ্বিতীয় কিস্তির ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে। সারের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য মৃত্তিকা গবেষণা ইনস্টিটিউটের উপজেলা ভিত্তিক সার সুপারিশমালা অনুসরণ করতে হবে। সবচেয়ে ভাল হয় মাটি পরীক্ষা করে নিলে। সার প্রয়োগের সময় জমিতে প্রচুর রস থাকতে হবে। জমিতে ২-৩ সেঃ মিঃ পানি থাকলে সবচেয়ে ভাল হয়। সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষে সার প্রয়োগ করে আগাছা পরিস্কার তথা সার মাটিতে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। দ্বিতীয় বার সার উপরিপ্রয়োগ করে মাটির সাথে মেশানোর প্রয়োজন নেই। ধানের জমিতে আগাছা ধান গাছের সাথে খাদ্য উপাদান নিয়ে প্রতিযোগিতা করে। এ জন্য ধানের জমিতে বিশেষত রোপণের ৩০-৪০ দিন পর্যন্ত আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। বন্যাপ্রবল এলাকা যেখানে পানি সরতে দেরি হয় সেসব জমিতে নাবী জাতের উফশী আমন জাত যেমন বিআর-২২, বিআর-২৩, ব্রিধান-৪৬, আশ্বিন মাসের প্রথম সাতদিন পর্যন্ত লাগনো যাবে। নাবী জাতের ধান রোপণ কালে ৫/৬টি করে চারা একটু ঘন করে লাগাতে হয়। পাট বপনের সময় হতে এ সময় পর্যন্ত বীজ উৎপাদনের জন্য রাখা পাট গাছগুলোর বিশেষ যত্ন নিতে হবে। মরা, পচা ও রোগাক্রান্ত গাছগুলো সরিয়ে ফেলতে হবে।

শীতকালীন সব্জী:

এ মাসের শুরুতে আগাম শীতকালীন সব্জী যেমন ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, বেগুন, মূলা, লেটুস, মরিচ, লালশাক, পালংশাক, শালগম, গাজর ইত্যাদির বীজবপণ করতে হবে। এ সময় বৃষ্টি হয় বিধায় চারা উৎপাদন ও রোপণের সময় একটু বেশী যত্নশীল হতে হয়। চারা তৈরির জন্য সমতল হতে ৬ ইঞ্চি উঁচু করে পরিমাণমত গোবর সার ও আবর্জনা পঁচা মিশিয়ে মাটি ঝুর ঝুর করে বেড তৈরি করে নিতে হবে। বীজ বপণের পূর্বে প্রতি বর্গ মিটার বীজতলায় ১০০ গ্রাম ইউরিয়া, ১০০ গ্রাম টিএসপি ও ১০০ গ্রাম এম ও পি সার প্রয়োগ করতে হবে। বীজ ছিটিয়ে গুড়া মাটি দিয়ে হালকা ভাবে বীজগুলো ঢেকে দিতে হবে। বীজতলা ও কচি চারাকে বৃষ্টির তোড় হতে রক্ষার ব্যবস্থা নিতে হবে। এ জন্য লম্বা কঞ্চির দুই পাশ মাটিতে গেঁথে মাচা তৈরি করে তার উপর পলিথিন বা চাটাই দিয়ে বীজ ও চারাকে বৃষ্টির হাত হতে রক্ষা করা যেতে পারে। বীজ বপণের পর এবং চারা কচি থাকা অবস্থায় মাটিতে যাতে রসের অভাব না হয় সেজন্য ঝাঁঝড়ি দিয়ে হালকা সেচ দিতে হবে।

সংরক্ষিত বীজ ও শস্যঃ

ঘরে সংরক্ষিত বোরো বীজ, গম বীজ, গোলাজাত শস্য, ডাল ও তৈল বীজ ইত্যাদি শুকিয়ে পোকামুক্ত করে পুনরায় সংরক্ষণ করতে হবে।

কার্তিক মাস

আমন ধান :

আগাম লাগানো আমন ফসল এ সময় ফুল আসে এবং পরে লাগানো আমন ধানরে বাড়ন্ত অবস্থা থাকে।

এ সময় আমন ফসলে পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। এদের মধ্যে মাজরা পোকা, শীষ কাটা লেদা পোকা, পাতামোড়ানো পোকা, গান্ধী পোকা ইত্যাদি প্রধান। পোকা আক্রমন করলে ক্ষেতের মধ্যে বাঁশের কঞ্চি বা গছের ডাল পুঁতে দিয়ে পাখি বসার ব্যবস্থা করলে পাখি পোকা খেয়ে ফেলে। পোকা দমনে আলোর ফাঁদ কিংবা হাত দিয়ে ধরে পোকার ডিম ও মথ ধ্বংস করা যেতে পারে। সকল প্রক্রিয়া ব্যর্থ হলে পোকার আক্রমণ যদি অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় তবেই কেবল কীটনাশক ঔষধ ব্যবহার করতে হবে। সে ক্ষেত্রে অনুমোদিত কীটনাশক নির্দিষ্ট মাত্রায় নিকটস্থ কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ নিয়ে নিয়ম মাফিক স্প্রে করতে হবে।

ডাল ও তৈল ফসল :

এ সময় ডাল তৈল ফসল বোনার ভরা মৌসুম। সরিষার উন্নত জাত বারি সরিষা-৯, বারি সরিষা-১৪, বারি সরিষা-১৫, বিএডিসি সরিষা-১ বুনলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। স্থানীয় মসুর থেকে বারি মসুর ৫,৬ এবং বিনা মসুর-৪ চাষ করা লাভজনক। যে সকল জমিতে খেসারী চাষ করা যায় সেসব জমিতে একই যত্নে বিএডিসি মটর- ১ চাষ করা যায়। ডাল তৈল ফসলের জমি উত্তম রূপে চাষ করে, শেষ চাষের সময় ২০ঃ৩০ঃ২০ঃ হারে ইউরিয়া টিএসপি ও এমওপি সার প্রয়োগ করে উন্নত জাতের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠানের বীজ বপণ করতে হবে।

শীতকালীন সব্জী :

আশ্বিন মাসে বোনা বিভিন্ন আগাম শীতকালীন সব্জীর চারা বীজ তলা হতে সাবধানে তুলে এনে মূল জমিতে লাগাতে হবে। চারা উঠানোর সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে চারার শেকড় ভেঙ্গে না যায়। বিকেল বেলা চারা লাগিয়ে হালকা সেচ দিতে হবে। পরের দুইদিন চারাকে সরাসরি সূর্যলোক মুক্ত রাখতে হবে। মূলা, শালগম, গাজর, লালশাক, ডাঁটা, পালংশাক, মটরশুটি ইত্যাদির বীজ সরাসরি জমিতে ছিটিয়ে বা সারি করে বুনে দিতে হবে।

আলু :

এ মাসের দ্বিতীয় পক্ষ হতে আলু লাগানো শুরু করতে হবে। উন্নত জাতের মধ্যে ডায়মন্ড, কার্ডিনাল, ফেলসিনা ও স্থানীয় জাতের মধ্যে কুফরী, সিন্দুরী জাতের আলু চাষ করা যেতে পারে। প্রতি একরে ৬০০ কেজি বীজের প্রয়োজন। প্রতি একরে ১২০ঃ১২০ঃ১৪০ ইউরিয়া, টিএসপি ও এমওপি এবং ২৪০ কেজি খৈল প্রয়োগ করতে হবে। শেষ চাষে ইউরিয়ার অর্ধেক ও অন্যান্য সকল সার প্রয়োগ করতে হবে। উত্তম রূপে তৈরি জমিতে সারি করে অঙ্কুরিত আলু লাগাতে হবে। এ সময় বৃষ্টিপাত থাকে না বলে প্রয়োজনীয় সেচ দিতে হবে।

সংস্থায় নব যোগদানকৃত প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের একাংশ

বিএডিসিতে নব যোগদানকৃত প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসি

সংস্থায় নব যোগদানকৃত সহকারী ব্যাক্তিগত কর্মকর্তাদের একাংশ

বিএডিসিতে নব যোগদানকৃত সহকারী ব্যাক্তিগত কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন সংস্থার সচিব জনাব মোঃ দেলওয়ার হোসেন

দিনাজপুরে ফলও বৃক্ষ মেলা- ২০১৪ তে ১ম পুরস্কার প্রাপ্ত বিএডিসি'র স্টল

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), বিএডিসি কুমিল্লা সার্কেল দপ্তরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে শোক সভা ও মিলাদ মাহফিলে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মাহবুব মুনীরসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে

বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এডিপি'র সভায় উপস্থিত উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত অডিট সভায় সভাপতিত্ব করছেন সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোঃ মাহফুজুল হক

বিএডিসি'র সিবিএ নেতৃবৃন্দ কর্তৃপক্ষের সাথে ৬ (ছয়) দফা চুক্তি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসি

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৩৯তম শাহাদৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে সিবিএ আয়োজিত দোয়া মাহফিলে বিএডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের একাংশ

'ধান চাষ প্রযুক্তি যান্ত্রিকীকরণ' বিষয়ে চুক্তিপত্র হস্তান্তর করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসি ও গোল্ডেন বার্ন কিংডমের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব শাহাদাব আকবর

বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত বিভাগীয় প্রধানদের সমন্বয় সভায় উপস্থিত উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত বিভাগীয় প্রধানদের সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

বিএডিসি'র দিনাজপুর খামারে উৎপাদিত রাম্বুটান

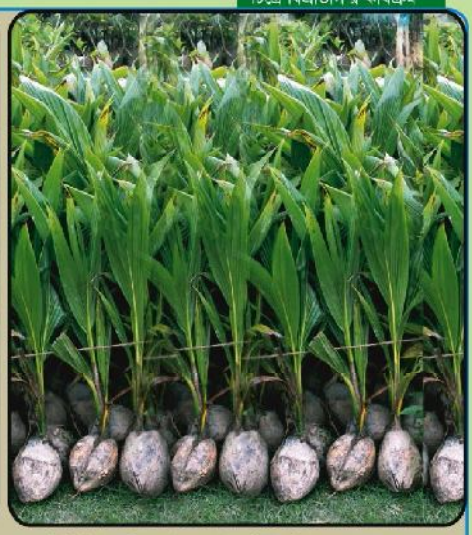

বিএডিসি'র কাশিমপুর উদ্যানে উৎপাদিত নারিকেলের চারা

বিএডিসি'র মধুপুর খামারে আমনের বীজতলা

বিএডিসি'র মাধ্যমে আমদানিকৃত ননইউরিয়া সার টিএসপি, এমওপি ও ডিএপি

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর পক্ষে জনসংযোগ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জনসংযোগ বিভাগ, ৪৯-৫১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
ফোন ঃ ৯৫৫২২৫৬, ৯৫৫২৩১৬, ইমেইল ঃ prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট ঃ www.badc. gov.bd, এবং প্রিন্টোলাইন, ৫১, নয়াপল্টন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।